ভোরের কাগজ

তারিখ APR 22 1999
পৃষ্ঠা ৫২ কলাম ৭

444

প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা : মাঝরাতে রাস্তায় নেমেছে ক্ষুব্ধ হলছাত্রীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ জানাতে অবশেষে মাঝরাতে তারা রাস্তায় নেমে এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের অধীন ফয়জুন্নেসা হোস্টেলের ওয়ার্ডেন রাত ১০টায় একজন সাবেক ছাত্রীকে হল থেকে বের করে দিলে ছাত্রীরা প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার রাতে মিছিল নিয়ে রাস্তায় বের হয়।

হল সূত্রে জানা গেছে, নবাব ফয়জুন্নেসা হোস্টেলের সাবেক ছাত্রী বিলকিস বেগম বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরি পেয়ে যোগদানের জন্য গত মঙ্গলবার ঢাকায় আসেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে ২ বছর আগে পাস করেছেন। ঘটনার রাতে তিনি হোস্টেলের ৫০৬ নম্বর কক্ষে ছিলেন। হোস্টেল ওয়ার্ডেন মিসেস রাজিয়া বেগম আকস্মিকভাবে হল পরিদর্শনে এসে তাকে দেখতে পান। বিলকিসের কোনো অনুরোধ না শুনে ওয়ার্ডেন রাত সাড়ে ১০টায় হোস্টেলের কর্মচারী আবুল হোসেনকে দিয়ে রিকশা ডেকে এনে বিলকিসকে হল থেকে বের করে দেন। বিলকিস বেগম 'রাতে বাইরে থাকার সুবিধা নেই', 'এতো রাতে বাইরে বের হলে বিপদ হতে পারে' ইত্যাদি কথা বলে একরাত হলে অবস্থানের অনুমতি চান। কিন্তু ওয়ার্ডেন তাতে কর্ণপাত করেননি।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা রাত ১১টায় হোস্টেল চত্বরে মিছিল করে এবং রাজিয়া বেগমের অফিস ও বাসভবন তালাবদ্ধ করে দেয়। পরে তারা রাজিয়া বেগমের কাছ থেকে 'আমি এ পদে আর থাকবো না' মর্মে মুচলেকা আদায় করে। রাত দেড়টায় এসিস্টেন্ট প্রক্টর ফাতেমা বেগম ও প্রক্টর অধ্যাপক নুরুন্নবী ছাত্রীদের কাছে আসেন। রাত আড়াইটার দিকে 'প্রশাসনের অদক্ষতা সহ্য করা হবে না' বলে শ্লোগান দিয়ে তারা উপাচার্যের কাছে যায়। এ সময় প্রক্টরও তাদের সঙ্গে ছিলেন। উপাচার্য আগামী ১ মাসের মধ্যে রাজিয়া বেগমকে ঐ পদ থেকে অপসারণ করা হবে বলে ছাত্রীদের আশ্বাস দিলে তারা শান্ত হয়।

প্রসঙ্গত, এর আগেও প্রশাসনিক অদক্ষতা, ছাত্রীদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করাসহ বিভিন্ন অভিযোগে রাজিয়া বেগমের বিরুদ্ধে ছাত্রীরা একাধিকবার প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। প্রশাসন এরপরেও তিন বছরের মেয়াদ শেষে রাজিয়া বেগমকে আরো এক বছরের জন্য নিয়োগ দেয়।

এ ব্যাপারে মিসেস রাজিয়া বেগমের কাছে জানতে চাইলে তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, 'বহিরাগতকে বের করে দিলে ছাত্রীরা অসন্তুষ্ট হতেই পারে।' তিনি বলেন, ঐ ছাত্রীটি নিজেই রিকশা ডেকে দিতে বলেছিল। তাকে বের করে দেওয়া হয়নি। তিনি অবৈধভাবে কোনো ছাত্রীকে হলে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন।